I R.N N0. 2532/57 I Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০২ বর্ষ ৩য় সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৪২২ ৩রা জুন ২০১৫ | নগদ মূল : ২ টাকা বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

দুই পুর শহরের আবর্জনা প্রতিনিয়ত দূষিত করছে ভাগীরথীকে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ বা জঙ্গিপুর শহর এলাকার নিকাশী ব্যবস্থায় অধিকাংশ আবর্জনা ভাগীরথী নদীতে পড়ছে প্রতিনিয়ত। জঙ্গিপুর পারে ফ্লাড ফ্লাস ড্রেন, যেটা আগে চালু ছিল তা বর্তমানে অকেজো। এখন কলেজ ফুটবল মাঠের গা ঘেঁষে পরিত্যক্ত জল পড়ছে ভাগীরথীতে। অন্যদিকে মনিরুদ্দিন হাজির রেশম কুঠির পাশ দিয়ে ছোটকালিয়ায় হয়ে গোফুরপুর বরজ, বাবুবাজার, মহাবীরতলার জল লক্ষ্মীজোলার ফ্লাস ফ্লাড ড্রেনের জলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভাগীরথীতে পড়ছে। ৯নম্বর ওয়ার্ডের সদরঘাট ও নালার ঘাটের মাঝের নর্দমা দিয়েও জল নির্গত হচ্ছে নদীতে। জয়রামপুর, গোফুরপুর, মাঠপাড়া, রহমানপুর, মির্দ্ধাপাড়ার জমে থাকা জল হিউম পাইপ বসিয়ে বছর কয়েক আগে লক্ষ্মীজোলা ফ্লাস ফ্লাড ড্রেনে আনার ব্যবস্থা হয়। এই দূষিত জল পরিশ্রুত করে বিভিন্ন কাজে লাগানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পূর্বতন পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। কিন্তু সেটা বাস্তবে রূপ নেয়নি। তাই বিভিন্ন এলাকার নোংরা জল ঘুরে ফিরে সেই ভাগীরথীতেই গিয়ে পড়ছে বিভিন্ন নালার মাধ্যমে। জঙ্গিপুর শহরের প্রায় ন'টি ড্রেনের জলের নিকাশী ব্যবস্থা নদীগর্ভের

(শেষ পাতায়)

ফুলতলায় পানীয় জলের প্রচণ্ড হাহাকার

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ শহরের ব্যস্ত এলাকা ফুলতলায় সব সময়ের জন্য পানীয় জলের কোন ট্যাঙ্কি চালু নেই। কিছুটা দূরে বাস টার্মিনাসে জলের ব্যবস্থা থাকলেও এলাকাটি প্রায় আবর্জনায় পূর্ণ হয়ে থাকে। ফুলতলার দোকানদারদের পানীয় জল সংগ্রহ করতে নিয়মিত হ্যাপা পোয়াতে হয়। বর্তমানে প্রচণ্ড খরায় কোন পথচারী

(শেষ পাতায়)

রঞ্জন মাইতি ও এনামূল সেখের আঁতাতে হারিয়ে গেছে অনেক কিশোর

শান্তা চৌধুরি ঃ ছোটবেলোয় ভূগোলে পড়েছি শিল্প সেখানেই গড়ে ওঠে যেখানে কাঁচামাল ও শ্রমিক সহজলভ্য। মুর্শিদাবাদ জেলার পক্ষে দুটোই সত্যি। মুসলিম অধ্যুষিত জেলায় না আছে শিক্ষা, না আছে শিল্প। এখানে আছে সীমান্তের চোরাচালান, মাদ্রাসায় অস্ত্র প্রশিক্ষণ, আর বাঁশ ঝাড়ে বারুদের গন্ধ। পিংলার বোমা তৈরীর কারখানায় যে ৯ জন কিশোর মারা গেছে তাদের গ্রাম নতুনচাতরা। গ্রামটি না ঘুরে দেখলে হিসাব মিলবে না যে ; এখানে উলঙ্গ শরীরে খিদে হাহাকার করে। এখানে আব্বাই জানে না তার কটি সন্তান। আর মেয়েরা যেন মানুষ উৎপাদনের যন্ত্রমাত্র। এখানে স্বাস্থ্য কর্মীদের দেখা মেলে না। শুধু শোনা যায় বিড়ির মুন্সির শোষণের গল্প। আমাদের গন্তব্য সুতি-২ ব্লকের জগতাই ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন খোট্টাপাড়া নতুনচাতরা গ্রাম। যে গ্রামের ১০ জন ও জঙ্গীপুরের ১ জন লেবার সাপ্লায়ারের হাত ধরে পাড়ি দিয়েছিল মেদিনীপুরের পিংলার বোমার কারখানায়। ২ জন ছাড়া এই সব কিশোরদের বয়স ১২ থেকে ১৪'র মধ্যে। এরা হলো যথাক্রমে রফিকুল সেখ, রাহুল সেখ, নুরসালাম সেখ, অসীম সেখ, আমীর সেখ, আসিক ইকবাল, আনিকুল সেখ, লালু সেখ, সামিম সেখ, কালাম সেখ ও ফারু সেখ। ফারু সেখ ও কামাল সেখ চিকিৎসাধীন। লালু সেখের (২৫) স্ত্রী জিন্নাতুন বেওয়া ৯ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। বিড়ি বাঁধতে

(শেষ পাতায়)

বাবা ও মেয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরের গোফুরপুর মাঠপাড়ার বাবুল সেখ তাঁর মেয়ে রুবিনাকে সঙ্গে নিয়ে মোটর সাইকেলে লালবাগ বি.এস.এফ অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা হন ২৩ মে ভোরে। বড়জুমলার কাছে বিপরীতমুখী একটা পিক্‌আপ ভ্যানের সঙ্গে মোটর সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। প্রচণ্ড আঘাতে বাবুলের দেহ থেকে মুণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। রুবিনার রক্তাক্ত দেহ জঙ্গিপুর হাসপাতালে আনার কিছু সময় পর তিনি মারা যান। বি.এস.এফের চাকরির ইনটারভিউয়ের কল পান রুবিনা। তাই মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছিলেন বাবুল। উল্লেখ্য, এবার উচ্চ মাধ্যমিকে রুবিনা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এই মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬১১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৪২২

প্রখর তপন তাপে

চরাচর জুড়িয়া আজ ছড়িয়া ছিটিয়া পড়িতেছে মুঠো মুঠো রোদ্দুর। রোদ্দুর তো নয়, যেন দীপ্ত চক্ষু রুদ্র সন্ন্যাসীর রক্ত চক্ষুর বিচ্ছুরিত অগ্নিছটা। ছড়াইয়া পড়িতেছে মাঠ প্রান্তরে। গ্রাম গঞ্জে পুকুরে নদীতে কোথায় নয়। সর্বত্রই যেন তাহার ফণার বিস্তার। দগ্ধ তাম্র দিগন্তের ভাল। প্রজ্বলিত যেন লোলুপ চিতাগ্নি শিখা। সর্বত্রই তাহার দহন জ্বালা।

অসহ্য তাহার দাবদাহ। কেমন যেন একটা অস্বস্তি ভাব। মাঠ শুকাইতেছে, মাঠ ফাটিতেছে। পুকুরে পুষ্করিণীতে জলাভাব। পথে ঘাটে ত্রস্ত পদ মানুষের ছুটোছুটি। আতপ্ত ধরণীতল জ্যৈষ্ঠের দুপুর জুড়িয়া কেমন যেন মৌন নিস্তব্ধতা। মধ্যাহ্ন প্রকৃতি যেন ভারী পোয়াতির মতন নড়বড়ে হইয়া অলিগলিতে ঝিমাইতেছে। আগুন ঝলসানো দমকা হাওয়ায় তাহার রুদ্ধশ্বাস হাঁসফাঁসানি। তাই বুঝি কালো দীঘি জলে গাছের ছায়ারা নামিতেছে গাহন করিতে। নিদ্রিত মাঠ নির্জন ঘাট যেন কাহার মায়া তন্দ্রাতুর চক্ষে অবসন্ন দৃষ্টি মেলিয়া রহিয়াছে। ঝিঝির পাখার মতন কাঁপিতেছে ভরা দুপুরের রোদ্দুর দূরে-অনেক দূরে-সুদূর দিগন্তে। নিদাঘের মদিরায় চারিদিক যেন বেঘোর।

তাপের পারদ বাড়িতেছে। অসহ্য তাহার জ্বালা। অঙ্গ জুড়িয়া কেমন যেন আলস্যভরা ক্লান্তি। পাখিরাও গান বন্ধ করিয়া দিয়াছে নিদাঘের তপ্ত দুপুরে। একটা থমথমে মৌনতা। গাছের পত্রদল ঝিমাইতেছে নেশাগ্রস্তের মতন। সমস্ত প্রকৃতি জগৎ, প্রাণী জগৎ, মনুষ্য জগত জুড়িয়া মূর্চ্ছাতুর অবস্থা। সকলের মতো চাতকের কণ্ঠেও একফোঁটা জলের তৃষ্ণা। জলের আর্তি সকলের বুক জুড়িয়া--প্রার্থনা শুধু গৈরিক বসন পরিহিত বৌদ্ধ ভিক্ষুক আনন্দেরই নয়, চরাচরের সমস্ত জীবের--জল দাও মোরে জল দাও..কণ্ঠে আমার তৃষ্ণা, তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে।

দগ্ধ তাম্র দিগন্তের ভালে সঞ্চারিত হউক পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ-তপের তাপের বাঁধন কাটুক রসের বর্ষণে। নামিয়া আসুক শান্তি, আসুক স্বস্তি। মর্মভেদী দাহ, দুঃখ, দহন জ্বালার হউক অবসান। আকাশ জুড়িয়া নামিয়া আসুক কালবৈশাখীর মেঘমায়া, শান্তি ক্লান্তি যাক ঘুচিয়া, ভৈরব হর্ষে সূচনা হউক নববর্ষার। শতেক যুগের কবিদের মিলিত কণ্ঠে হউক তাহার পূর্ণতা মাঙ্গলিকী, অভ্যর্থনার নান্দিপাঠ। মুখরিত হউক চরাচর, হউক বনবীথিকা। এখন শুধু তাহারই পদধ্বনির প্রতীক্ষা। আর দহন নয়, রসের বর্ষণ জ্বালা নয়, শান্তির জল। রিক্ততা নয় পূর্ণতা।

ভিন্ন চোখে

মণি সেন

দুঃসহ জ্বালা। আকাশ থেকে আগুনেবাজি। তীব্র তার দহন। চোখে-মুখে-সর্ব অঙ্গে আগুনের হল্‌কা। দারুণ অগ্নিবাণ। প্রকৃতির নীরব 'ভৈরবখেলা'। বিজ্ঞাপনে লাস্যময়ী নারী। সানস্ক্রিন লোশন। সুথল। ত্বকের পরিচর্যার বিভিন্ন উপকরণ। শরীর সুস্থ রাখার প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন। বাজার আগুন। শান্তি-পুরের আম।। স্বচ্ছল ক্রেতারা পড়ছে হামলিয়ে। দাহনবেলায় বিবেকমেলা। রবীন্দ্রসপ্তাহ। সব কিছুই প্রবহমান। কোন কিছু থেমে নাই। তুলসীবাড়ির মেলা। সাদা ঝুড়ি-লাল ঝুড়ি। পাঁপড়-বাদামভাজা। তেলেভাজার দোকান। ভেঁপুর আওয়াজ। এছাড়া নানান ধরনের দোকান তো আছেই। জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা-মহাদেব আছেন নিজেদের আটনে। দূরে 'কালোমেয়ের' বরাভয় মুদ্রা। বিকেলে ভ্যাপ্‌সা গরম। ফুচ্‌কার পেট চিরে তেঁতুলগোলার জল। মশলামুড়ি। এর মধ্যেই ঝুপ্‌ করে নেমে আসে সন্ধ্যে। শুধু নাই 'তৃষ্ণার জল'। বৃষ্টি এখন অধরা। মরুদৈত্যের মায়াবনে বন্দী পাষাণ শৃঙ্খলে। আমাদের সকলের মিলিত কামনা :'এসো শ্যামল সুন্দর, আনো তব তাপহরা সঙ্গসুধা।'

এ কেমন রঙ্গ যাদু !

শীলভদ্র সান্যাল

নয় নয় ক'রে ষোল জন টেঁসে গেল এই রাজ্যে, এমন অসহ্য তাপ প্রবাহ, কিন্তু এর জন্যও কি রাজ্য সরকার দায়ী ? সত্যি ! আমের চরিত্র বরং বোঝা যায় ; কোন্‌টা ল্যাংড়া, কোন্‌টা খিরসাপাতি, কিন্তু আম-আদমির চরিত্র বোঝা বড় দায় ! কোথায় কোন্‌ বাজির কারখানায় বুম্‌ বুম্‌ শব্দ, ছিন্ন-ভিন্ন দেহের মাংস উড়ে গিয়ে লটকাল গাছের ডালে, মৃতের সংখ্যা আর মায়ের বুক-ফাটা কান্নায় মওকা পেয়ে নিন্দুকেরা রটাল, ওখানে বাজি নয়, বোমা তৈরি হ'ত--তাও আবার অভাবগ্রস্ত বাচ্চা ছেলেদের দিয়ে। পুলিশ সব জানত। লে হালুয়া ! কান টানলে মাথা আসে। পুলিশমন্ত্রী স্বয়ং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডে যিনি আবার কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্র দেখতে পেলেন। বললেন, এ-সব তাঁর সরকারকে হেয় করার চক্রান্ত। ঠিক তেমনই সি-বি-আই তদন্ত নিয়ে। পোষ্টার পড়ল : সি-বি-আই লেলিয়ে-দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন স্তব্ধ করা যায় না-যানো। তাতে থোরাই কেয়ার। বড় বড় রাঘব বোয়াল একে একে জালে ধরা পড়তে লাগল। এমনকি মন্ত্রী পর্যন্ত। জেলে ব'সে বহাল তবিয়তে মন্ত্রিত্বের কাজ কর্ম চালিয়ে যেতে লাগলেন। সারা বিশ্ব ঝুঁকে পড়ল। এমন নজির তীমাম দুনিয়ায় নেই। ওদিকে, কে এক মৃণাল না কুণাল, ফাটক থেকে আদালতে হাজিরা দেওয়ার অবসরে এমন চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দিলে, যাতে মনে হল, এই দুনিয়ার সবাই চোর, কেবল আমি--বাবাজীবন ছাড়া। কয়েকবার আত্মহত্যার এমন নাটক করলো যে, উত্তমকুমার বেঁচে থাকলে অভিনয় করাই ছেড়ে দিতেন।

এদিকে, সেদিন আবার রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের মোড়ে জমজমাট নাটক। কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশের গালে এসে পড়ল এক উদ্ধত নরম হাতের চড়। (সিনেমার স্যুটিং হ'লে নায়ক নির্ঘাত বলত 'তোমার হাতের চড়টাও কী মিষ্টি, মাইরি !') ধস্তাধস্তি। পকেট থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হল সরকারি নোটবুক। থানায় অভিযোগ গেল। জানা গেল, ওই নরম-হাতের মালকিন স্বয়ং মেয়রের ভাইঝি ! ব্যস্‌ ! আর যায় কোথা। থানা মেয়েটির বদলে চেপে ধরলে ওই পুলিশটাকেই। তুই কাকে ট্রাফিকরুল শেখাতে গেছিসরে ! ইয়ার্কি ! এই তো সেদিনের কথা। থানায় ঢুকে জনৈক উঠতি নেতা (পৌর নির্বাচনের প্রার্থীও বটে) তার দলবল নিয়ে হুমকি দিয়ে গেল। হামলা হল। এ-সব দেখেও তোদের চৈতনা হয়না হতভাগা ! স্বয়ং দিদি যেখানে স্নেহের প্রশ্রয় দিয়ে বলেন, 'কিছু দুষ্টু ছেলে-পিলে একটু চেঁচামেচি ক'রে ফেলেছে' ! কিন্তু পিংলা ? সাত্তোর ? মাকরা ?এগুলোও কি ঘটনা নয় ? কী বলবেন ? শুনুন মশাই ! এ-সব তদন্ত সাপেক্ষ। আপনারা

(৩ পাতায়)

ধুলিয়ান পুরবোর্ড

দেবাশিস্‌ বন্দ্যোপাধ্যায়

বি.জে.পি থেকে তৃণমূল
সি.পি.এম থেকে তৃণমূল
কংগ্রেস থেকেই বা আপত্তি কিসের ?
ঈশ্বরের কি অপার লীলা
যেন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন
যা হবার তা তা হয়েই আছে
তুমি শুধু নিমিত্ত মাত্র
মাল তো সবই এক
লেবেলটাই শুধু আলাদা--
ধুলিয়ান পুরবোর্ডে এবার
এটাই যে দেখলাম দাদা !

হাত জোড় ক'রে
বিনয়ের অবতার হ'য়ে
ভোটটা শুধু নাও
তারপর সুযোগ বুঝে
দর-দামে পোষালে
নিজের রং দেখাও
আর জনগণকে

জনগণ-দাঙ্গা
দু'অক্ষরের বোকা তো হয়েই আছে
চার অক্ষরের 'বোকা' হতে শুধু বাকি--
তুমি বি.জে.পি ছেড়ে হ'লে তৃণমূল
প্রথমে তোমার ছবিই আঁকি !

জোড়া ফুলে আজ রাজ্য সাজানো
তার বন্ধু হয়ে পদ্ম এলেন নাকি ?

দ্বিচারিতা

তাহাসিনুল ইসলাম বাবু

ভোরের আযান--
মন আনন্দ সিক্ত
সাবাস্‌ বেলাল।

ফিরোজ তুঘলকের হাত লাল
ব্রাহ্মণের রক্তে

হলদিঘাট রক্তাক্ত
সাবাস ! সেলাম ঐতিহ্য।

ওম্‌ নমস্তুতে নমঃ নমঃ
আকাশ বাতাস ধ্বনিত করে না ?

নীরব কেন
ইফতার পার্টিতে হিজাবে ?

॥ মন্ত্রি ॥

অনুপ ঘোষাল

বকরূপী যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সব প্রশ্নের জবাবই তো ঠিকঠাক দিলে, এবার বল তো বাপ্ মন্ত্রি কাকে বলে ?" যুধিষ্ঠির শুরু করলেন, "রাজকার্যে সাহায্য এবং মন্ত্রণার জানা যে অমাতৎ"

যুধিষ্ঠিরকে শেষ করতে দিয়ে যক্ষ বললেন, "আহা, না না ! আমি সে-মন্ত্রির কথা শুধোচ্ছি না। তুমি তো ধর্মপুত্র, ভুত-ভবিষ্যত সব দেখতে পাও। আগামী ঘোর কলিতে অলিতে গলিতে যে সব মন্ত্রি কিলবিল করবেন, তাঁদের কথা জানতে চাইছি।"

যুধিষ্ঠির একটু কেশে গলাটি সাফ করে বললেন, শ্রবণ করুন। কলির মন্ত্রি মনুষ্যজাতীয় এক অদ্ভুত জীব। ইহারা মন্ত্রি হবার পূর্বে থাকে মানুষ, কেউ-বা নিতান্তই সাধারণ মানুষ। তারপর মগজের জোরে, চ্যালাচামুণ্ডার জোরে অথবা ধরপাকড়ের কিংবা নিতান্ত কোটার জোরে হঠাৎ মন্ত্রি হয়ে বসেন। তারপর মন্ত্রিত্ব খোয়া গেলেও আর তাঁরা 'রিভার্স প্রসেস' এ পুনরায় মনুষ্য হয়ে যান না। তাঁরা হয়ে যান মহাপুরুষ কিংবা মহাজন।"

যক্ষ শুধোলেন, "মনুষ্য থেকে মন্ত্রি হবার পর তাদের কি পরিবর্তন হয় ?"

"সবই পালটে যায়।"

অ্যাঁ, চেহারাও ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। মনুষ্য যখন সংগ্রামী, হাভাতে, পাঁকাটির মত শরীর নিয়ে মন্ত্রি হবার সাধনা করছেন--তখন উস্কোখুস্কো চুল, চোয়ারে গাল, ফাটা পাঞ্জাবি, কাঁধে ঝোলা, চোখে রাগ। মন্ত্রি হবার পরই কটামাসে শরীর দিয়ে তেল-ঘাম চুইবে, রাগ পড়ে যাবে, ঠোঁটে লটকে থাকবে প্রসন্ন হাসি। চেহারা বদলে গেছে--গাল ফুলে ঢোল, চোখে রিমলেস্ চশমা, আদ্দির পাঞ্জাবি ফুটে রঙ ঠিকরে পড়ছে। হঠাৎ দেখলে চোখ না কচলালে চেনা যাবে না। আত্মীয় পরিজন আগেকার তোলা ছবি দেখেন, আর মন্ত্রিমশায়ের গায়ে হাত বুলিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়েন, 'কি ছিলি আর কি হলি বাপ, আঙুল ফুলে কলা গাছ।"

যক্ষ জানতে চাইলেন, "মন্ত্রি কিভাবে হওয়া যায়।" যুধিষ্ঠির বললেন, "কলিতে সব চেয়ে বড় ব্যবসা রাজনীতি। সেখানে টাকা খাটাতে হয় না। শুধু বুদ্ধি মূলধন করে এগিয়ে যাওয়া। লেগে গেলে বাড়িগাড়ি কোন কিছুরই অভাব থাকবেনা। আর সে ব্যবসাটা সত্যি জমে গেলে মন্ত্রিত্বের শিকে আপনিই ছিঁড়ে সাইরেন বাজিয়ে ঠাণ্ডা গাড়িতে তখন যাও।

"মন্ত্রি হয়ে কি লাভ ?"

"মন্ত্রি হলে কোন লোকসান নেই। সবই লাভ। জীবনে 'জিন্দাবাদ' লাভ, মরণে 'অমর রহে' লাভ। অর্থ লাভ, ফুলের মালা লাভ। তোষামোদ লাভ, সেলাম লাভ। বাড়ি লাভ, গাড়ি লাভ। বউ না থাকলে ভার্যা লাভ। একটি থাকলে আইনের চোখে ধুলো দিয়ে একাধিক লাভ। লাভে লাভে ছয়লাপ।"

"মন্ত্রিরা সাধারণ মানুষের জন্য কি করেন ?" "কাঁদেন। মানুষের দুঃখ দেখলে তাঁরা নাকের জলে চোখের জলে হয়ে যান। হেলিকপ্টার থেকে বন্যা দেখে কাঁদেন, প্রচণ্ড খরায় এয়ার-কণ্ডিশনারটা জোরে চালিয়ে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘূর্ণি চেয়ারে লটকে পড়েন। আর যখন নিতান্ত ঠ্যালায় পড়ে জনগণের সামনে গিয়ে পড়েন-- হাহুতাশ করে বুক চাপড়াতে থাকেন, টাকা নাই গো টাকা নাই।"

যক্ষ রেগে বললেন, "ঠুঁটো জগন্নাথ !" যুধিষ্ঠির প্রতিবাদ করলেন, "আজ্ঞে না।" যক্ষ অধৈর্য্য হয়ে শুধোন, "তা হলে মন্ত্রির কাজটা কি ?"

"ট্যাঁক গুছোনো। দল গুছোনো। ঘর গুছোনো।"

"সবই নেয়া ! তাঁদের কিছু দিতে হয় না ?"

"হয়। বক্তৃতা।"

"আর কিছু ?"

"আর প্রতিশ্রুতি।"

"প্রতিশ্রুতি কাকে বলে ?"

"দেব বলে না দেয়া, করব বলে না করার বাংলা নাম প্রতিশ্রুতি।"

যক্ষ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "এবার মলে মন্ত্রি হব।"

কেমন রঙ্গ যাদু .....(২ পাতার পর)

তো সুযোগ পেলেই হৈ-চৈ বাধিয়ে দেন ! যত দোষ, নন্দ ঘোষ ! একটা পরিষ্কার কথা শুনে রাখুন। এ-সব কাদা ছিটিয়ে কোনও লাভ হবে না ! আগামী বিধানসভা নির্বাচনে আমরাই হৈ-হৈ ক'রে জিতব। মানুষের আর্শীর্বাদ আমাদের সঙ্গে আছে। এমনি এমনি ক্ষমতায় আসিনি। 'আজকে আমার বুকের মাঝে, ধাঁই ধপা ধপ্ তবলা বাজে'। সেই তবলার বোলে স্বয়ং মোদিজিও কাত। একদম খাঁটি কথা। দু'জনে কেমন মঞ্চ ভাগ ক'রে পাশাপাশি ব'সে হাসাহাসি করছেন ! একসময়ের হরিদাস পাল এখন হরির ভূমিকায় অবতীর্ণ। রাখে হরি, মারে কে ? কিছুদিন আগে পর্যন্ত দলটার রমরমা দেখে দিদির রাতের ঘুম এমন চটকে গিয়েছিল যে, বামেদের দিকে হাত বাড়াতে পর্যন্ত কসুর করেন নি। কাঁটা দিয়েই তো কাঁটা তুলতে হয়। কিন্তু বামেরা সে ফাঁদে পা দিলে না। এদিকে হাওয়া ঘুরল। লোকসভা ইলেক্সনে প্রায় ১৭ % ভোট পেয়ে বি-জে-পি'র মাথা ঘুরে গিয়েছিল। পৌরসভার ভোটে টিকিট পাওয়ার জন্য ওরা তাই এমন খেয়োখেয়ি শুরু করল যে, রাজ্যের ভোটাররা বীতশ্রদ্ধ। ফলে, বি-জে-পি এখন কিছুটা ব্যাকফুটে। কিন্তু সি-বি-আই ছাড়ে না যে ! সুযোগ বুঝে মোদিজি তাই বললেন, 'দিদি আপ্ সিরফ্ মুঝে থোরাসা মদত্ দিজিয়ে। আপনি শুধু অনুগ্রহ ক'রে রাজ্যসভায় আটকে থাকা বিলগুলো পাশ করিয়ে দিন। বদ্‌লে মে ম্যায়নে সি-বি-আই এন্‌কোয়্যারি টিলা কর্ দুঙ্গা। নো টেনশন।' খুশিতে দিদি তখন এতটাই ডগমগ যে, সেদিন ভিক্টোরিয়ার সামনে গাড়ি থামিয়ে বাবুলকে ঝালমুড়ি খাইয়ে দিলেন। কাণ্ড দেখে প্রাসাদের পরিটাও মুচকি হাসলে। দেয়ার ইজ্ নাথিং রং ইন্ লভ্ অ্যাণ্ড ওয়র। বাবুল দিদির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ম্যায় হুঁ চল্লা কিধর চলে রাস্তা। রূপাদির ঠোঁট দুটো অভিমানে ফুলে উঠল। রাহুল (সিন্‌হা) ভুরু কোঁচ্‌কালো। 'মামা ! এ কী কথা শুনি ? তবে কি আমরা এখানে আঙুল চুষব ?' সিদ্ধার্থ (সিংহ) আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'একদম বাজে কথা ও-সব মিডিয়ার অপপ্রচার। এখানে আমাদের লড়াই যেমন চলছিল, তেমনি চলবে !' বাবুল বললে, 'ঝাল-মুড়ি খেয়েছি তো কি হয়েছে ? বুকের ঝালটা তো আর মরে যায়নি।' তপন সিকদার নেই। তথাগত রাজনীতি থেকে সরে গেলেন। রাহুলের সামনে এখন বিরাট ভবিষ্যৎ প'ড়ে আছে। এক ইঞ্চিও জমি ছাড়া নয়। কিন্তু মাঝে-মাঝে যন্ত্রের তার কেমন বে-সুর বলে যে !

তবে সব নাটককে বোধ হয় ছাড়িয়ে গেল উত্তরবঙ্গ আর নাটের গুরু যিনি, সেই গৌতম দেব তো কিছু করতে বাকি রাখলেন না। রাস্তায় ব'সে পড়লেন। মিছিল করলেন। বস্তির মেয়েটির জন্য রেডিমেড চোখের জল ফেললেন। উদ্দেশ্য একটাই। ডানা তো ছাঁটা গেছে ! মন্ত্রিত্বটাও না যায়। দিদি বলেছিল, উত্তরবঙ্গ চাই। সে-কথা রাখতে পারেন নি আঠারোটা পোষ্টের অধিকারী গৌতম। তবু 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচগ্র মেদিনী' আপ্তবাক্য সার ক'রে শেষ পর্যন্ত বাঘের বাচ্চার মত লড়ে গেলেন তো ! সেই লড়াইয়ে কব্জির জোর এতটাই যে, ঘোড়া কেনা-বেচার গন্ধ পেয়ে বিপন্ন অশোক বাবুকে (ভট্টাচার্য) সদ্য ডানা-গজানো পাখির ছানাদের খাঁচায় পুরে দার্জিলিঙে উধাও হ'তে হল। এদিকে, শেষ রক্ষা হলনা ঠিকই, কিন্তু গৌতমের মন্ত্রিত্ব এখনকার মত টিকে গেল।

বাকি রইলেন মুকুল। বর্তমান ভারতীয় রাজনীতিতে বোধহয় সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তিত্ব। রহস্যময়ও বটে। নিজের তাকতে যিনি দলের মধ্যে দু'নম্বরে উঠে এসেছিলেন, তাঁর এমন দশা হয় কী ক'রে ! সারদা-দূষণে এহেন দুর্গতি কি ? নাকি ক্ষমতা লোলুপ ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ ? কেউ বলছেন উনি বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন। কেউ বলছেন কংগেসে। উনি অবশ্য অবশ্য কিছু বলছেন না। মুচ্‌কি মুচকি হাসছেন। আপাতত ওঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ইনটেন্‌সিভ কেয়ার ইউনিটে। মতিগতি-দেবা ন জানন্তি। কুতো মনুষ্যাঃ।

সে যাই হোক, রাজ্য সরকারের ঘোষণা মোতাবেক আগামী বছর মে মাসে নির্বাচন। যার জন্যে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা নির্ঘণ্ট ঘোষণা স্থগিত। আচ্ছা, আগে পরীক্ষা ? না, আগে নির্বাচন ? এই চার বছরে এক ইটভাটার শিল্প ছাড়া আর কী কী শিল্প হল এখানে ? সিঙ্গুরে জমিগুলোর.. চো-প্ ! সরকার চলছে। একটা নির্বাচিত সরকার। বেশি ঠাণ্ডাই মাস্তাই করলে এমন কড়কানি দেব না !

দুই পুর শহরের আবর্জনা .....(১ পাতার পর)

উপর নির্ভরশীল। একইভাবে রঘুনাথগঞ্জ শহরের বাজারপাড়া, তুলসীবিহার-বাটী এলাকার ব্যবহৃত জল ষষ্ঠীতলা বাঁধাঘাটের পাশ দিয়ে, শিবাজী সংঘ ক্লাব লাগোয়া ফ্লাস ফ্লাড ড্রেন দিয়ে, গাড়ী ঘাটের পাশ দিয়ে ফুলতলা থেকে কাওয়াপাড়ার দূষিত জল, মহাশ্মশানের জল নদীতে পড়ছে। তবে রঘুনাথগঞ্জ বালিঘাটা, ষ্টেট ব্যাঙ্ক এলাকা, কলোনী এলাকা, ইন্দিরাপল্লী বা হাসপাতালের ব্যবহৃত জল ধারণ করছে হেজে মজে যাওয়া খড়খড়ি নদী। এদিকে পাকুড়তলা, পুরসভা এলাকা, সদরঘাট, ভাগীরথীপল্লী ইত্যাদির নোংরা জল গিয়ে ভাগীরথীতে পড়ছে সদরঘাটের কোল ঘেঁষে। পুণ্যসলিলা ভাগীরথীকে দূষণ মুক্ত করতে পুর কর্তৃপক্ষের কি কিছুই করার নেই। পাশাপাশি বহরমপুর শহরের পরিত্যক্ত জল আর ভাগীরথীকে কলূষিত করে না বা সেখানে প্রতিমা নিরঞ্জনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাঠামো তুলে নেয়ার কড়া নির্দেশও দেয়া হয়েছে বলে জানা যায়।

হারিয়ে গেছে অনেক কিশোর....(১ পাতার পর)

জানে। বহু জিজ্ঞাসাবাদ করেও তার মুখ দিয়ে বলানো যায় নি কার সাথে তার স্বামী কাজে গিয়েছে। তার ছেলেও হয়তো কোন লেবার সাপ্লায়ারের হাত ধরে কাজে যাবে এই আশায়। গুলজারি বিবির দুই ছেলে আমির সেখ ও সামিম সেখ মারা যায় পিংলায়, তবু তার চোখে মুখে শোকের ছাপ দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞাসা করি আপনার কটি ছেলেমেয়ে ? তিনি বলেন--৯টি। বুঝতে অসুবিধা হলো না এদের যৌবনের তারণা যতটা কাবু করে নাড়ীর টান ততটা করে না। আমীর সেখের বৌ শিউলি বিবিও ৫ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। এরা কেউ'ই সেই অর্থে শোকাকুলা নয়। কারণ এরা এভাবেই গ্রামে ও বাইরে বোমা বাঁধতে আর আহত হতে অভ্যস্ত।

আমার অনুসন্ধিৎসু মন খোঁজ খবর করতে লাগলো। যা পেলাম, তাহলো--নতুনচাতরা গ্রামেরই জনৈক এনামূল সেখ বরাবরের লেবার সাপ্লায়ার। সে দীর্ঘদিন ধরে বোমাবাধবার জন্য সূতি থানার বিভিন্ন জায়গা থেকে শ্রমিক বাইরে নিয়ে যেত। সেই সুবাদেই রঞ্জন মাইতি ও রাম মাইতির সাথে তার সখ্যতা। কিন্তু মজার বিষয় হলো এবারে এনামূল নয় তার সাকরেদ দুই ভাই এই কিশোরদের নিয়ে যায়। যাদের বাড়ি এই নতুনচাতরা গ্রামেই। তদন্তের স্বার্থে তাদের নাম প্রকাশ করলাম না। এরা পুলিশের জালের মধ্যেই আছে। বেশ কিছুকাল আগে এই গ্রামেরই বোমারুদের ছোড়া বোমের আঘাতে তৎকালীন ও সি সুরজিৎ সাধুখাঁর ডান হাত উড়ে গিয়েছিল। গলিঘুপচি সর্বস্ব এই মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামে সন্তান উৎপাদনের হার না কমালে কমবে না বারুদের আমদানিও। এই চোরাগলিতে কোন সচেতনতার আলো প্রকাশ করে না। শুধু নতুন চাতরা কেন, হাপানিয়া, মহেন্দ্রপুর, নতুনগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, ইন্দ্রনগরের কিশোর-যুবকরা কিহারে বাইরে চলে যায় তার কোন সঠিক খবর প্রশাসন রাখে কি ? এতদিনে জানলাম জেলায় শিশু সুরক্ষা দপ্তর আছে ? তাদের ঘুমও নাকি ভেঙেছে। তারা নাকি ব্লক পর্যায়ে খোঁজ খবর শুরু করেছে। নতুন চাতরা ঘুরে এসে একটা কথাই বার বার মনে হয়েছে--

এখানে নদীর শুকু শুকু রব
বন্ধ্যা মাটিতে ডাইনী বানায়
এখানে মোড়ল ধান কাড়ি খায়
বাউরি মেয়ের স্তনহীন গায়,
তবু পৃথিবীর প্রেম লিখেছে কাব্য
বুভুক্ষু জীবনের শাখা--প্রশাখায়।

পরাজিত প্রার্থীকে টাকা ফেরৎ দেবে

নিজস্ব সংবাদদাতা : বড় অঙ্কের ভোট পাইয়ে দেবার আশা দিয়ে রঘুনাথগঞ্জ ইন্দিরাপল্লীর একটা ক্লাব মন্দির সংস্কারের উদ্দেশ্যে মোটা টাকা আদায় করে। কিন্তু ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে ঐ প্রার্থী হেরে যান। বিবেকের ধাক্কায় ঐ টাকা তারা ফিরিয়ে দেবে বলে খবর।

ফুলতলায় পানীয় জল.....(১ পাতার পর)

অসুস্থ হয়ে পড়লে পানীয় জল সংগ্রহে অযথা দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে। অবিলম্বে এখানে সব সময়ের জন্য একটা বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন জলাধার বসানোর প্রয়োজন বলে এলাকার ব্যবসায়ীরা দাবী করেন। আরও খবর--পুরসভার কোন ট্যাপ বা টিউবওয়েলও নাকি সেখানে চালু নেই। এ ব্যাপারে পুর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

এখন

দেবাশিস্ বন্দ্যোপাধ্যায়

এখন ট্রাফিক সিগনালে বাজে
রবি ঠাকুরের গান--
মেট্রো স্টেশনের নাম
নেতাজী সুভাষ।

এখন পুলিশকে দিয়ে যা-কিছু করানো যায়
আর যারা করান
সেই দলটিই দাঁড়িয়ে আছে
চুরি ; বাটপারি ; সিণ্ডিকেট রাজ
গরিবের টাকা লুট ও ধর্ষণের আদর্শের ওপর ভর করে
এবং এদেরই সভা আলো করে থাকেন
বাংলা সিনেমার নায়ক-নায়িকারা
এরাই কি না ছবি বিশ্বাস-উত্তমকুমারের উত্তরসূরী
ভাবতেও অবাক লাগে।

এখন ট্রাফিক সিগনালে বাজে
রবি ঠাকুরের গান--
মেট্রো স্টেশনের নাম
নেতাজী সুভাষ।

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃরঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

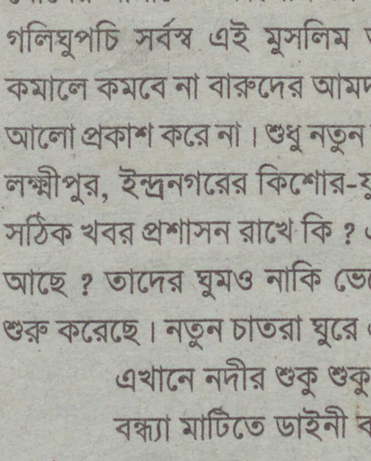

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
আমরা ক্রয়ের উপর ক্রেডিট কার্ড ও ডেবিট কার্ড গ্রহণ করি
গহনা ক্রয়ের উপর ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।